দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 JAN 1996
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

তিনটি জেলায় শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার বহু পদ শূন্য

মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও পটুয়াখালী জেলায় মাধ্যমিক, নিম্ন-মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহু শিক্ষকের পদ ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তার পদ শূন্য থাকায় এসব জেলার শিক্ষা কার্যক্রম গুরুতর ব্যাহত হইতেছে। খবর স্থানীয় সংবাদদাতাদের।

মাদারীপুর ।। জেলায় বর্তমানে প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকের ৬৩টি পদ শূন্য রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ২২টি পদ ও সহকারী শিক্ষকের ৪১টি পদ রহিয়াছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, একমাত্র শিবচর থানায়ই ২৯টি শিক্ষকের পদ শূন্য। তন্মধ্যে ১১টি প্রধান শিক্ষকের ও ১৮টি সহকারী শিক্ষকের। রাজৈর থানায় ১৫টি

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

তিনটি জেলায়

(৩য় পৃঃ পর)

শূন্য পদের মধ্যে ৯টি সহকারী শিক্ষকের পদ রহিয়াছে। কালকিনি থানায় সহকারী শিক্ষকদের ১১টি ও ৩টি প্রধান শিক্ষকের পদ বর্তমানে শূন্য। মাদারীপুর থানায় ৫টি শূন্য পদের মধ্যে ২টি প্রধান শিক্ষকের পদ রহিয়াছে।

শরীয়তপুর ।। সরকার ১৯৯৪ সন হইতে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্কুলে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক চালু করিলেও শরীয়তপুর জেলায় প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে কৃষি শিক্ষা দারুণ ব্যাহত হইতেছে।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলায় ৭২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১১টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ৩২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী রহিয়াছে। জেলা শহরের দুই-একটি স্কুলের শিক্ষক ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কৃষি-বিষয়ক শিক্ষক নাই। এব্যাপারে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক জানান, স্কুলগুলিতে কৃষি বিষয়ক শিক্ষক বরাদ্দের কোটা না থাকায় এবং কৃষি বিষয়ে ডিপ্লোমা শিক্ষকের অভাবে তাহারা কৃষি শিক্ষক নিয়োগ করিতে পারিতেছে না। তবে তাহাদের স্কুলে একজন বিজ্ঞান (জীববিদ্যা) শিক্ষক ১০ দিনের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ নিয়া কৃষি বিষয়ক ক্লাস চালাইতেছেন। কিন্তু একজন শিক্ষকের পক্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত দৈনিক ৫টি ক্লাস এবং জীববিদ্যার ক্লাস যথাযথভাবে চালানো দুরূহ ব্যাপার। ইহাছাড়া স্বল্প প্রশিক্ষণে কি জ্ঞান অর্জিত হইয়াছে সে বিষয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়াছে।

গ্রামের স্কুলগুলিতে কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক উপকরণ নাই বলিলেই চলে। যৎসামান্য থাকিলেও হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে। এই অবস্থায় এস, এস, সি পরীক্ষার্থীদের কৃষি বিষয়ক ৪০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষায় সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এহেন শিক্ষায় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ছাত্রীরা। তাহাদের জন্য কৃষিবিজ্ঞান উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। যে সমস্ত স্কুলে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষক আছেন সেই স্কুলের ছাত্রীরা কৃষিবিজ্ঞানের পরিবর্তে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান নিতে পারিবে। এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ স্কুলে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষক নাই; ফলে ছাত্রীরা এই শিক্ষাও যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। এমতাবস্থায় শরীয়তপুর জেলায় সরকারের বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হওয়া অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

পটুয়াখালী ।। পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন থানায় শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রাথমিক শিক্ষকের বহু সংখ্যক পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য থাকায় বিদ্যালয় তদারকীসহ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দারুণ বিঘ্নিত হইতেছে। বর্তমানে এই জেলায় ২টি থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ৬টি সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ১৩টি প্রধান শিক্ষক ও ৮০টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলার মোট ৬টি থানার মধ্যে মীর্জাগঞ্জ ও দশমিনা থানায় থানা শিক্ষা কর্মকর্তা নাই। ইহাছাড়া, গলাচিপা থানায় ২টি, কলাপাড়া থানায় ২টি, বাউফল থানায় ১টি ও মীর্জাগঞ্জ থানায় ১টি সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদগুলির মধ্যে রহিয়াছে পটুয়াখালী সদর থানায় ২টি প্রধান শিক্ষক ও ৭টি সহকারী শিক্ষক বাউফল থানায় ৪টি প্রধান শিক্ষক ও ২১টি সহকারী শিক্ষক, গলাচিপা থানায় ৩টি প্রধান শিক্ষক ও ১৯টি সহকারী শিক্ষক, দশমিনা থানায় ১টি প্রধান শিক্ষক ও ৬টি সহকারী শিক্ষক, কলাপাড়া থানায় ২টি প্রধান শিক্ষক ও ১২টি সহকারী শিক্ষক এবং মীর্জাগঞ্জ থানায় ১টি প্রধান শিক্ষক ও ১৫টি সহকারী শিক্ষক।

এদিকে এ বছর জেলার বিভিন্ন থানায় কর্মরত কর্মকর্তা ও শিক্ষকের মধ্যে যাহাদের অবসর গ্রহণের সময় হইয়া গিয়াছে তাহার কিছুদিনের মধ্যে অবসর গ্রহণ করিবেন। ফলে শূন্যপদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া জেলা শিক্ষা কর্মকর্ত উল্লেখ করেন।